গাংনীতে চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত শাহিদা গ্রেফতার

চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি শাহিদা খাতুন
(৪৫) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
শাহিদা খাতুন গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বানারুল ইসলামের স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) বিকালে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই আশিকুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদাকে গ্রেফতার করেন।

শাহিদা খাতুনের নামে চেক ডিজঅনার অপরাধে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ১৯৮/১৯ মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদা খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেহেরপুর শহরে ৪ যুবক গ্রেফতার । চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার

মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে চুরির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ৪ যুবক গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
আটকরা হলো, মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক রোড নতুন শেখপাড়া এলাকার মহিনুল আলমের ছেলেরোকনুজ্জামান রোকন, মেহেরপুর শহরের

৭নং ওয়ার্ড মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত ইকবাল খানের ছেলে আকাশ আহম্মেদ খান, গোরস্থান পাড়া এলাকার আমিরুল ইসলামের ছেলে আসাদুজ্জামান ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন।
এদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া ১জোড়া স্বর্ণের বালা, ১ জোড়া স্বর্ণের দুল, ১টি মোবাইল ফোন, নগদ ১৩০০ টাকা এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত লোহার শাবল উদ্ধার করে হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে শহর ফাঁড়ি পুলিশের এসআই সোহরাব হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চারজনকে আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে। এসব চুরির ঘটনায় তাদেরকে শনাক্ত করে পুলিশ নিশ্চিত হয়েই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়। আটক এই চার জনের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পূর্বের একাধিক চুরির অপরাধে মামলা আদালতে চলমান ।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

মেহেরপুরে ডা. বিপুল কুমারের নামে আদালতে মামলা

মেহেরপুর এ্যাপোলো নার্সিং হোমের স্বতাধিকারী ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভুল অপরেশন অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১ আগষ্ট মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ আমলী আদালতে ২৬৯/৩২৬/৩০৭ ও ৫০৬(২) পেনাল কোড ১৮৬০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মোতাহার আলীর ছেলে আলতাব হোসেন।

ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ

হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

আলতাব হোসেন তার আবেদনে বলেন, গত ১৪/০৬/২২ ইং তারিখে তার সন্তান সম্ভাবা বোন মোছা: সামসুন্নাহার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে যান।

তাকে দেখে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। ওই সময় এ্যাপেলো নার্সিং হোমের এক অপরচিত লোক (দালাল) ফুঁসলিয়ে এ্যাপোলো নার্সিং হোমে ভর্তি করেন।

সেখানে ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিজারিয়ান অপারেশন করার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শে ডা. বিপুল কুমারের তত্বাবধানে ওই নার্সিং হোমেই সিজারিয়ান অপারেশন করেন তিনি। অপারেশন করে পেট থেকে বাচ্চা বের করে আনেন।

ওই সময় তারা তাড়াহুড়ো করে ছুরি কাঁচি দিয়ে অপরেশন করতে গিয়ে প্রসাবের নাড়িটি কেটে ফেলে। পরে সেভাবেই পেট সেলাই করে দেন। পরে আমার বোন পানি খেলেই তা বের হয়ে যায়।

বিষয়টি ডা. বিপুল কুমারের স্বরণাপন্ন হলে ভুল চিকিৎসার জন্য ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সিজারের যাবতীয় টাকা ফেরৎ প্রদানসহ তার চিকিৎসার সব দায়ীত্ব বহন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এর মধ্যে রোগীকে নতুন করে চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবারের প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। বোনের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিষয়টি জানার পরেও সে এখন আর কোনো প্রকার দায়িত্ব নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

ডা. বিপুল কুমারের অদক্ষতা ও অবহেলায় বোন মোছা: সামসুন্নাহার এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। তার কাছে বিষয়টি জানালে সে এখন মামলা না করার জন্য হুমকী দিচ্ছেন।

এ ব্যাপারে ডা.বিপুল কুমার মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, প্রায় তিন মাস আগে ওই নামে একজন রোগীর অপারেশন হয়েছে। তবে, প্রসাবনালী কেটে গেছে কিনা আমার জানা নেই।

তারপরেও আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারবো। তার নামে মামলা হয়েছে কিনা সেটাও জানেনা বলে জানান ডা. বিপুল কুমার।

মেহেরপুরে মিথ্যা মামলা করায় বাদীর কারাদণ্ড

মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে ৭ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত।

একই সঙ্গে ১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছেন।

আজ রবিবার (৭ আগস্ট) মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ আদেশ প্রদান করেন।

মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালটের বেঞ্চ সহকারী মোছা: শেফালী খাতুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আসামিদের বিরুদ্ধে মারধর, প্রাণনাশের হুমকি প্রদানসহ কয়েকটি অভিযোগ এনে বাদী মো. হিফাজ উদ্দিন ৩ জনকে আসামি করে একটি ফৌজদারি মামলা করেছিলেন।

আসামিরা হলেন মামলার আসামিরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের সুরত মিস্ত্রির ছেলে আমির হোসেন (৪৫), মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে শিশির আলম (৩৫) ও শিজির আলম (৩০)। মামলার তারিখ ২১/০৯/২০১৯ খ্রি.

কিন্তু বিচার শেষে আদালতের কাছে স্পষ্ট হয় যে, বাদীর অভিযোগ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক। ফলে আদালত আসামিদের খালাস প্রদান করে বাদীকেই ৭ দিনের কারাদণ্ড দেন। একইসঙ্গে বাদীকে ১হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করতে বলা হয়েছে আদালতের আদেশে।

আদালত তার আদেশে বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে মারধর বা প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ আনয়ন করা হলেও বাদী কিংবা তার কোনো একজন সাক্ষী আদালতে এমন কোন সাক্ষ্য প্রদান করেননি।

এমনকি বাদী নিজেও বলেছেন যে, ২-৩ নম্বর আসামি ঘটনাস্থলেই ছিল না। জমি জমা নিয়ে পূর্ব বিরোধের জের ধরে এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা

হয়েছে বলে আদালত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে সাজা প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করেন।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী এহান উদ্দীন মনা বলেন, এ ধরণের যুগান্তকারী রায় মিথ্যা মামলা বন্ধে ভুমিকা রাখবে।

এর ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে আইন আদালতের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়বে। মিথ্যা মামলার ফলে হয়রানি থেকেও নিরীহ মানুষ মুক্তি পাবে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নারীসহ দুই আসামী গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জনসহ ২ আসামী গ্রেফতার করেছেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের হারান আলীর স্ত্রী আরজিনা খাতুন ও মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলাপাড়া গ্রামের মৃতু আযম উদ্দীনের ছেলে আলম শেখ।
আরজিনা খাতুনের নামে অপহরণের অভিযোগে নিয়মিত মামলায় রয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ২৯, তারিখ ২৯/০৭/২০২২। ধারা ৭/৩০।
এছাড়া আলম শেখ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার আসামী। সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে বসবাস করছেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে থানা পুলিশের পৃথক টীম শনিবার (৩১ জুলাই) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামীকে গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৩১ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ীকে হত্যার ঘটনায় এক আসামির ফাঁসি, আরেকজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়া শহরের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম হত্যা মামলায় আজাদ হোসেন
(৫৩) নামের এক আসামির ফাঁসি এবং মিন্টু (৪৬) আলী নামের আরেক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের উভয়কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আজাদ হোসেন কুষ্টিয়ার পৌরসভার আড়ূয়াপাড়া এলাকার মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মিন্টু আলী হাউজিং এলাকার মহিউদ্দিন ওরফে পটলার ছেলে।

রায় ঘোষণার সময় আসামি মিন্টু আদালতে উপস্থিত থাকলেও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আজাদ পলাতক ছিলেন। পরে পুলিশ পাহারায় মিন্টুকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট রাত পৌনে ১০টার দিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার সময় কুষ্টিয়ার শহরের থানাপাড়া এলাকার ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ী আবুল কাসেমকে ছুরিকাঘাত করে আসামি আজাদ এবং মিন্টু। এই ঘটনায় কাসেমের ছেলে ইফতেখার আহাম্মেদ নাঈম বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় আজাদ এবং মিন্টুর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও ২ / ৩ জনের নামে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার দিন পুলিশের অভিযানে আজাদকে গ্রেপ্তার হয়।

এই মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসামি আজাদ এবং মিন্টুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে এবং ১০ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মামলার প্রধান আসামি আজাদ জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই পলাতক আছেন। অপর আসামি মিন্টুর উপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। পরে আসামি মিন্টুকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল আলা উদ্দীন হত্যা মামলায় ৪ আসামির যাবজ্জীবন জেল দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২ টার সময় এক জনাকীর্ণ আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষণা করেন।

একই আদালত একই ঘটনায় অপর একটি মাদক মামলায় আসামিদের ৭ বছর কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলায় বাকি ২ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বলিদাপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে সোহেল (৪৫), মৃত জামাত আলীর ছেলে রুবেল (২৮), সোনা উল্লাহর ছেলে শাকিল হোসেন (২৮) ও কালু মন্ডলের ছেলে আনিচ (৩৫)।

খালাসপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আবু বকর সিদ্দিক ও একই গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে আতিয়ার রহমান।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৪ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর তালতলা মোড় নামক স্থানে পিরতলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসআই সুবীর রায় ও

তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কাজিপুর থেকে একটি সাদা মাইক্রোবাস আসতে দেখে পুলিশের ওই দলটি গাছের গুড়ি রাস্তায় ফেলে মাইক্রোবাসটিকে গতিরোধ করে। এসময় নিজেদের গায়ে টর্চের আলো ফেলে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মাইক্রোবাসের চালককে নেমে আসতে বলেন।

পরে ফেনসিডিল বহণকারী মাইক্রোবাসটি বিপরীত দিকে চালিয়ে পালানো চেষ্টা করে। এসময় কনস্টেবল আলাউদ্দীন তার রাইফেলের বাট দিয়ে চালকের সামনের কাচ ভেঙ্গে দেন।

এসময় মাইক্রোবাসটি থেমে যায়। পরে পুলিশের কনেস্টবল আলাউদ্দীনকে তারা ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোবাসের বাম্পারের সাথে বাধিয়ে টেনে ছেঁচড়িয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার দুরে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার সামনে নিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টার সময় মারা যান তিনি।

পরের দিন ২৫ জুলাই সকালের দিকে কুষ্টিয়ার মিরপর উপজেলার বলিদাপাড়া থেকে ওই মাইক্রোবাসটি (যার নং কুষ্টিয়া-চ-০২-০০১১) মামলার প্রধান আসামি আনিছ বাড়ির পাশে একটি বাঁশ বাগান থেকে জব্দ করা হয়। এসময় মাইক্রোবাসের সীটের নিচ থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় পরের দিন ২৫ জুলাই পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের তৎকালিন আইসি সুবীর রায় বাদী হয়ে এ ঘটনায় ১৯৭৪ সালের স্পেশাল ক্ষমতা আইনে হত্যা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মুক্তার আলী ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। হত্যা মামলায় ১৬ জন এবং মাদক মামলায় ১২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে মারুফ আহম্মেদ বিজন, কামরুল হাসান ও খন্দকার আব্দুল মতিন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

সরকার পক্ষের আইনজীবী কাজী শহিদুল হক বলেন, মামলার নথিপত্র

পর্যালোচনা ও স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক ৪ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদÐ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এটা ন্যায় বিচারের একটি প্রতীক হয়ে থাকবে।

আসামী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, রায় ভাল হয়েছে। তবে মামলার তদন্তকারী অফিসার যথেষ্ট ত্রুটি রেখে চার্জশীট দিয়েছেন। আমরা পরবর্তিতে উচ্চ আদালতে যাবো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫, দুটি মামলা রুজ্জু

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ জন ও নিয়মিত মাদক মামলায় ২ জনসহ ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৩ জন, নিয়মিত মাদক মামলায় মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

এদিক গাংনী ও মুজিবনর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা এফআইআর করা হয়েছে।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল ও সদর

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব আসামী গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৬ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন। নিয়মিত মামলায় ২, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলার ৩ জন আসামী রয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১জন, মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ৩ ও নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার (৬ জুলাই) সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৭জুলাই) ভোর রাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।
এদিকে সদর থানায় চুরির অভিযোগে ১ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে। এঘটনায় একজন গ্রেফতার হয়েছেন। এবং একটি রিকসা উদ্ধার আছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলায় যাবজ্জীবন- ১ ও অপরজনের ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় বড় ভাবীকে হত্যার দায়ে শুকুর আলী নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে

আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দেশীয় তৈরীর এলজি (বন্দুক), ৩ রাউন্ড গুলি, ২টি ককটেল বোমা রাখার অপরাধে তাজুব্বর মালিথা নামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই পৃথক দুটি মামলার রায় ঘোষনা করেন। রায় প্রদান শেষে কড়া নিরাপত্তায় আসামীদেরকে জেলাকারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন দৌলতপুর উপজেলার পূর্ব আমদামী ঘাট এলাকার মৃত সাহাজ উদ্দিন শেখের ছেলে শুকুর আলী এবং অস্ত্র মামলার আসামী হচ্ছেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া বাজারপাড়া গ্রামের আকবার মালিথার ছেলে তাজুব্বর মালিথা।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০১৩ সালের মার্চের ২০ তারিখে আসামী শুকুর আলী পানি না নিয়ে বাথরুমে যান। পরে আসামীর মেয়ে বিথী (৭) এর কাছে বাথরুমে এসে পানি দিতে বললে তার মেয়ে পানি না দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বদনায় করে বাথরুমে পানি না দেওয়ার কারণে মেয়েকে গালিগালাজ করতে থাকে। আসামীর বড় ভাবী রওশনা তার মেয়েকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠানে থাকা কোদালের ধারালো পাশের উল্টা পিঠ দিয়ে আসামীর বড় ভাবী রওশনা কে মাথার পিছনে আঘাত করিলে গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হন এবং ঘটনাস্থলে মারা যান। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানায় একদিন পরে নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষ করে ২০১৩ সালের অক্টোবর ০২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন এবং সাক্ষীপ্রদান শেষে আজ এ রায় ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, ২০১২ সালের জুনের ১৬ তারিখে মিরপুর থানার পুলিশ অভিযান পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গিয়াস উদ্দিন পিস্তলের বাড়ীর উত্তর পাশে আম কাঠালের বাগানের মধ্যে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার জন্য অস্ত্রগুলি ও বোমাসহ অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সহায়তা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাজুব্বর মাথিলার দেহ তল্লাশী করে একটি দেশীয় অস্ত্র এলজি বন্ধুক এবং কোমরে গোজানো অবস্থায় তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার

করে পুলিশ। পরবর্তীতে মিরপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষনা করেন।